বড় দিদিমা

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

অনেকদিন পরে মামারবাড়ি গিয়েচি। বোধ হয় বিশ বছরপরে। জঙ্গলে ভর্তি হয়ে গিয়েচে সারাটা গ্রাম। বড় বড় বাড়ি পোড়ো হয়ে, ভাঙা হয়ে পড়ে আছে, বট অশ্বত্থর চারা উঠেচেছাদের আর দেওয়ালের ফাটলে। ঘুঘু পাখির বাসা হয়েচেচিলেকোঠায়—অনেক বাড়িতে রাত্রে বাঘ ডাকে, বুনো শুয়োর লুকিয়ে থাকে উঠোনের জঙ্গলে।

লোকজন যারা গাঁয়ে ছিল, অনেককাল আগে বিদেশে চলে গিয়েচে। সেখানেই চাকরি বা ব্যবসার সূত্রে ঘরবাড়ি বেঁধে বাস করে, ম্যালেরিয়ার দেশে আসতে চায় না। তাদের বাবা-জ্যাঠারা হয়তো আসতো, নতুন চাক্‌রি করবার সময় বছর কয়েক এসে দুর্গাপূজা শ্যামাপূজা করেছিল। এখন তারাবুড়ো হয়ে গিয়েচে, তাদের ছেলেরা জন্মেচে বিদেশে, দেশতারা জানে না, চেনে না—কেউ বাল্যকালে এক-আধবারএসেছিল, কেউ তাও আসে নি। এই ম্যালেরিয়ার দেশে দূর বিদেশ থেকে পয়সা খরচ করে কিসের টানে তারা আসবে ?

সুতরাং বড় বড় বাড়ি ভেঙে পড়ে আছে, দেউড়ি ভেঙেগিয়েচে, হয়তো দরজায় তালা দেওয়া ঠিকই আছে, সাপেরভয়ে দিনমানে কেউ সেদিকে যায় না।

অনাদি মামার বাড়িটা বাইরে থেকে দেখলাম। বাল্যেএই অনাদি মামার বাড়ি প্রথম গ্রামোফোন শুনি মনে আছে।অনাদি মামার বাবা হরি দাদামশায় ভারি শৌখিন লোক ছিলেন, কলকাতায় চাকরি করতেন—তিনিইবিংশ শতাব্দীর এই আশ্চর্যযন্ত্রটি মামারবাড়ির গ্রামে সর্বপ্রথম আনলেন কলকাতা থেকে।

কলের গান ! কলের গান !

সতীশ মামার ছেলে যাদু বললে—এই কানু, চল্— গ্রামোফোনো দেখে আসি—

—সে আবার কি ?

—গ্রামোফোনো। কলের গান। হরিজ্যাঠা এনেছেন—

দৌড়ে গেলাম ছুটে। একটা কাঠের বাক্সের একটা চোঙবসানো। চোঙের ভেতর থেকে একেবারে অবিকল মানুষেরগলার গান বেরিয়ে আসচে !

একটা ছোট্ট ছেলে বললে—ওর মধ্যে কে আছে।

—কে আবার থাকবে ?

—তবে গান গায় কে ?

—কলে গান হচ্চে। একে বলে কলের গান।

প্রাচীন আমলের বৃদ্ধ রামতারণ চক্রবর্তী লাঠি ঠুক্ ঠুক্করতে করতে এসেছিলেন এই অদ্ভুত ব্যাপারটা দেখতে। তিনিসেকালের আমলে নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন, নীলকুঠিরসায়েবদের অনেক ঘোড়া, টমটম, বন্দুক দেখেচেন—কিন্তুকলের গান কখনো দেখেনও নি, শোনেনও নি। এগিয়ে বসেভারী গলায় বললেন—হরি বাবাজি, এর নামডা কি বললে ?

—গ্রামোফোন।

—মানে কি ?

—মানে—মানে হল কলের গান !

রামতারণ চক্রবর্তী আমার বাল্যেই দেহরক্ষা করেছিলেন, শুধু কলের গান ছাড়া আধুনিক যুগের অনেক আশ্চর্য জিনিসের কিছুই দেখে যেতে পারেন নি।

সেই অনাদি মামাদের বড় বাড়ি পড়ে আছে জঙ্গলাবৃত হয়ে। দরজা খসে পড়েচে, ওপরের ঘরের জানলা ঝুলে বাতাসে এদিক-ওদিক করচে, ছাদের ওপরে এতবড় অশ্বত্থগাছ গজিয়েচে যে তার তলায় বসে রাখাল

বাঁশি বাজাতেপারে। অনাদি মামা বৃদ্ধ হয়েচেন, তিনি কাশী থাকেন, তাঁরছেলেরা কেউ জৌনপুরে, কেউ এলাহাবাদে কাজ করে। অজপাড়াগাঁয়ের পৈতৃক ভিটের নাম মুখেও আনে না।

সেই রামতারণ চক্রবর্তীর দোতলা প্রকাণ্ড বাড়ি ওপুজোর দালান পড়ে আছে, চামচিকে ও বাদুড়ের বাসা কড়িরগায়ে, ভাঙা মেঝেতে গোখ্‌রো সাপের বাসা। ও সব বাড়িরত্রিসীমানায় কেউ যায় না সর্পাঘাতের ভয়ে। দু'তিনটি এ গাঁয়েরনীচজাতীয় লোকে অসাবধানে চলাফেরার ফলে সাপেরকামড়ে জীবনও দিয়েচে।

বড় মামাদের বাড়িটার কি দশা হয়েচে !

এই বড় মামা কাজ করতেন পশ্চিমে কোথায় যেন।আমার ছেলেবেলায় তিনি গ্রামের মধ্যে একজন শৌখিন লোক বলে গণ্য হতেন। বড় মামা হলেন আমার আপন মামাদের জ্ঞাতিভাই। যখন তাদের নিজেদের শরিকি পৈতৃক বাড়ির অংশ একবার বৃষ্টির সময় খসে ভেঙে পড়ে, তখন তাঁর আপনজ্যাঠামশাই হাততালি দিয়ে হেসেছিলেন।বড় মামা তখন বাইশবছরের যুবক, পিতৃহীন, অবস্থাও খারাপ, ওই জ্যাঠামশাইতাঁদের পৃথক করে দিয়েছিলেন।

ওদের অংশ ভেঙে পড়ে গেল, বেশ হয়েচে, এখনকিসে বাস করবে করুক—এই হল তাঁর আটাত্তর বছর বয়স্ক জ্যাঠামশায়ের উল্লাসের কারণ।

এদিনের কথা বড় মামার বড্ড মনে ছিল।

তাই তিনি রেঙ্গুনে চাকুরি করতে করতে যা করেহোক টাকা জমিয়ে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে এই বাড়ি তৈরি করেন। এ বাড়ি যখন তৈরি হয়, তখন আমার মায়ের বিয়ে হয় নি—অতআগের কালের পাঁচ হাজার টাকা আজকালকার দিনে ষাটহাজার টাকার সমান।

সেই বাড়ি ভূতের বাসা হয়ে পড়ে আছে আজকতদিন—বোধ হয় ত্রিশ বছর সে বাড়িতে জনপ্রাণী পদার্পণকরে নি ! ছাদের মাথায় কুঁচকাঁটার জঙ্গল। বট-অশ্বত্থ গাছেরস্বাভাবিক ভিড়। কেউ আসে না—বড় মামার ছেলেরা কেউকলকাতায় থাকে, কেউ আসামে থাকে।

আর বড় মামার সেই যে জ্যাঠামশাই, হাততালি দিয়ে যিনি হেসেছিলেন—তাঁদের বৃহৎ বাড়িটাও জঙ্গলে একেবারেভরে গিয়েছে। বড় বড় সেকালের লোহার তালা দেওয়া আছেদরজাতে। তালা ঠিক আছে, কবাটগুলো খুলে শেকলের অবলম্বনে মাত্র ঝুলচে।

দোতলার খোলা ও ভাঙা জানালা দিয়ে ঠাকুরদিদিমারহাতের সাজানো হাড়ি কলসি এখনো তাকের ওপর সাজানোদেখা যাচ্চে। আজ চল্লিশ বছরের ওপর হল এগুলো অমনিসাজানো রয়েচে। ঠাকুরদিদিমা চল্লিশ বছর মরেচেন।

দাদ্‌জীর একমাত্র পুত্র, তাঁর নাম ছিল রামলাল, তাঁকেআমার আবছায়া মনে হয়। দার্জিলিংয়ে চাকরি করতেন, খুবসুপুরুষ ছিলেন। দাদ্‌জীর মৃত্যুর সাত বৎসর পরে একদিন দার্জিলিং থেকে প্রেরিত এক টেলিগ্রামে তার মৃত্যুসংবাদএলো। আমার তখন এগার বছর বয়েস।

সেদিনকার কথা আমার বড় মনে আছে।

আমার আপন দিদিমা তখন ডাল রান্না করছিলেন, তাওমনে আছে। দুপুর বেলা, তিনি রান্না ফেলে ছুটতে ছুটতেগেলেন ওদের বাড়িতে। আমিও গেলাম দিদিমার সঙ্গে।

গিয়ে একটি করুণ দৃশ্য দেখলুম।

সেই দৃশ্যের জন্যেই সেই দিনটি বড্ড মনে আছে আমার।

দেখি যে রামলাল মামার সুন্দর তরুণী বধূ উঠানে দাঁড়িয়েআছেন। তিনি ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন মামারবাড়ির দেশেতখনকার আমলে। উঠোনে এক উঠোন লোকের মধ্যে তিনিকাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন,

কাঁদচেন না। কে তাঁকে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে, শাঁখা ভেঙে ও সিন্দুর মুছিয়ে নিয়ে আসবে, কেউ রাজী হচ্চে না, সবাই কাঁদচে, তিনিও কাঠের মতো দাঁড়িয়ে আছেন—এইটুকু মাত্র ছবি আমার মনে আছে।

রামলাল মামার একমাত্র শিশুপুত্রকে দিদিমা গিয়ে কোলেতুলে নিলেন রোয়াক থেকে। তাঁর মা কিছুদিন পরে তাঁকে নিয়েবাপের বাড়ি চলে গেলেন। আর কোনোদিন স্বামীর ভিটেতে তিনি পদার্পণ করেছিলেন কিনা আমার জানা নেই। ছেলেটি শুনেচি বড় হয়ে পশ্চিমে কোথায় চাকরি করে এখন।

সেই জঙ্গলের মধ্যে এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে আবারচলাচলের রাস্তায় এসে উঠেচি—দেখি যে পরেশনাথ আসচে।পরেশনাথ সম্পর্কে আমার মামা হয়—আমার চেয়ে বেশি বড়নয়—অথচ এমন বুড়ো হয়ে গেল কি করে ?

ও কাছে এলে বললাম—মামা যে ?চিনতে পারো ?কেমন আছ ?

পরেশনাথ আমাকে দেখে মস্ত একটা হাঁ করলো। বললে—কোথায় যেন দেখেচি, চেনা চেনা মুখ—

আমি হেসে বললাম—বেশ ! আমি কানাই—সতীনাথচক্কত্তির ভাগনে !

সে উদাসীন এবং আগ্রহশূন্যভাবে বললে—ও।

ব্যস্।

অথচ আমি ওর সঙ্গে একত্র খেলা করেচি ছেলেবেলায়। এতদিন পরে ছেলেবেলার সঙ্গী দেখে ওর মনে এতটুকুউৎসাহ বা আনন্দ দেখলুম না। কেমন যেন হয়ে গিয়েচে।

বললাম—ভালো আছ ?

জিজ্ঞাসার কোনো প্রয়োজন ছিল না, তবুও বলতে হলভদ্রতার খাতিরে।

সে বললে—আর ম'লেই বাঁচি।

বলেই সে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, আমিবললাম—দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমায় চিনতে পারলে ?

—হ্যাঁ, তুমি কানাই।

—তোমার কোনো অসুখ হয়েচে ?

—হাঁপানিতে ভুগচি।

—বটে ! চিকিৎসা হচ্চে ?

–গঙ্গাতীরে হবে, চিতের বিছানায় যেদিন শোবো। খেতেই পাইনে—চিকিচ্ছে !

–আচ্ছা, কেউ আছে নাকি এ পাড়ায় পুরনো দলেরমধ্যে ?

—বড় জ্যাঠাইমা আছেন। একা থাকেন।

বড় জ্যাঠাইমা মানে দাদ্জীর দ্বিতীয় পক্ষেরস্ত্রী। তাঁকেবাল্যকালেই আমি বৃদ্ধা দেখেচি। তিনি এখনো বেঁচে আছেন ?রামলাল মামাকে ইনিই হাতে করে মানুষ করেছিলেন তাঁরআপন মা মারা যাওয়ার পর। যখন রামলাল মারা যান, তখনি ইনি বৃদ্ধা। ইনিই উঠোনে পড়ে সেদিন গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছিলেন আমার মনে আছে। আজ বিরাশি-তিরাশি বছরবয়েস হয়েছে তাঁর, এর কম হবে না কোনো হিসাবেই।

বড় দিদিমাকে দেখতে গেলাম।

সেই মস্ত বড় বাড়ির মধ্যে কুঁচকাঁটার জঙ্গল বাঁচিয়ে অতিকষ্টে ঢুকলাম। সরু পায়ে-চলার পথ কে যত্নে ঝাঁট দিয়েরেখে দিয়েচে।

জ্যোৎস্না উঠেচে।

নব ময়রার যে বাড়িতে আমাদের বাল্যকালের পাঠশালা বসতো, সে বাড়ির জঙ্গলের মধ্যে শেয়াল ডেকে উঠলো।

আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখি এক মাজা-ভাঙা বুড়িতুলসীতলায় পিদিম দেখিয়ে আস্তে আস্তে ভাঙা রোয়াকেরওপরকার কালমেঘের জঙ্গল মাড়িয়ে বারান্দার দোরের দিকেযাচ্চে।

—ও বড়দিদিমা!

—কে ?

বুড়ি পেছন ফিরে দেখলে। আমায় চিনতে পারলে না (চেনা সম্ভবও ছিল না অবিশ্যি)।

—কে তুমি ?

—আমি কানাই। সতীনাথ চক্কত্তির ভাগ্নে আমি।

বুড়ি থমকে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে। অবাকহয়ে গিয়েচে যেন। পরেশনাথের চেয়ে এঁর মুখের ভাব অনেকবেশি সজীব ও পরিস্ফূট। প্রাণ এখনো মরে নি।

—ও, তুমি সত্যভামার সেই খোকা ! কত বড় হয়েগিয়েচ ! এসো এসো, বসো। এসো, বারান্দায় এসে বসো।

বুড়ি পিদিম রেখে এসে হরিনামের মালা হাতে আমার কাছে বসলো। বললাম—দিদিমা, এ বাড়িতে কতদিন একাআছেন ?

—আজন্মো। তিনি মরে গিয়ে এস্তক।

—আচ্ছা, আপনার ছেলেপিলে হয়নি দিদিমা ?

—একটি মেয়ে হয়েছিল, ন'মাসের হয়ে মারা যায়। তারপর সেই শত্তুরকে মানুষ করেছিলাম—

—শত্তুর কে ? —তার নাম ছিল রামলাল।

—আমি বুঝতে পেরেছি, আমার ছেলেবেলায় তিনি মারাযান।

বড় দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বললেন—কেউ নেইভাই। আজ আমার বিয়ে হয়েচে কতকাল তা মনেও নেই।ন'বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। আমার সতীন, রামলালেরমা তখন আঠারো উনিশ বছরের। রামলাল হল, আমার কিন্যাওটো ছিল ! হাতে করে মানুষ করেছিলাম। ওর মা তো তার ঝক্কি নিতো না।

এখন আপনার বয়েস কত হল ?

—চার কুড়ি পুরে গিয়েচে ভাই।

—একা কতদিন এ বাড়িতে আছেন ?

—তোমাকে তো বললাম ভাই ! তিনি মরে গিয়ে এস্তক।রামলাল তখন থেকেই তো চাকরি করতো। তার বৌ এবাড়িতে থাকতো আমার কাছে। রামলাল মারা গেলে বৌমাচলে গেল এখান থেকে।

—আর আসে নি ?

—না। বৌমার বাবার বাড়ি ছিল কলকাতা শহরে।শহরের মেয়ে, আর কখনো এখানে আসে ?

—তাঁর একটি ছোট ছেলে ছিল !

বড় দিদিমা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়েবললেন—তুমি কি করে জানলে ?

—ছেলেবেলার কথা মনে আছে যে। সে ছেলে কোথায় ?

—জানিনে ভাই। পশ্চিমে চাকরি করে, এই শুনেছিলাম।

—চিঠিপত্তর দেয় ?

—নাঃ।

—রামলাল মামার স্ত্রী বেঁচে আছেন ?

—তা কি করে জানবো ?

—খোঁজ নেয় না আপনার ?

—কি জন্যে নেবে ভাই ?পরে কি তা কখনো নেয় ?তারা তো আর আমার কেউ না। বৌমা আমার সতীন-পোর বৌ।আমার ওপর তার কি দরদ থাকতে পারে বলো। খোকা তো আমায় মনেই করতে পারে না—তখন সে দেড় বছরের বাচ্চা।একাই থাকি, আজ কতকাল আছি তা ভুলেই গিয়েচি। কেউ নেই কোনোদিকে আপনার।

—আপনার বাপের বাড়ির কেউ ?

—হুগলীর কাছে মশাট গ্রামে আমার বাপের বাড়ি।ম্যালেরিয়ায় সে দেশ উচ্ছন্ন গিয়েচে। একটা ভাই ছিল, সেতারকেশ্বরে দোকান করতো। কোনোদিন খবর নেয়নি ইনিমারা যাওয়ার পরে। সে আছে কি নেই, তা কি করে জানবো ?বসো ভাই, আসচি—

বড় দিদিমা ঘরের মধ্যে ঢুকে হাড়ি-কলসি ঘুটঘুট করতেলাগলেন। সেকেলে খাবরাটে ইঁটের প্রকাণ্ড বাড়ির ছোট ছোট জানালা-দরজাশূন্য কুঠুরী, দিনমানেই অন্ধকার। দু-তিনটে ঘরদিদিমা ব্যবহার করেন, বাকিগুলো পড়ে থাকে চামচিকে আরবাদুড়ের বাসা হয়ে। তেলের অভাবে এতবড় বাড়ি অন্ধকার।খানিকটা পরে দিদিমা বেতের ধামিতে করে আমায় নিয়ে এসেদিলেন দুটি মুড়ি আর গোটাকতক নারকেলের নাড়ু—আমারসামনে নিয়ে এসে বললেন—খা—

—আবার এ সব কেন ?

—তুই কতকাল পরে এলি ভাই, সত্যভামার ছেলে, শুধুমুখে যাবি ?আমার মনে সাধ তো আছে, হাতেই কিছু নেইআজ !

দিদিমার স্বর ভারী হয়ে এল। বললেন—কাঁচালঙ্কা খাবি ?তুলে এনে দেবো ?

—না, আমি লঙ্কা খাইনে।

—হ্যাঁরেরাজায় রাজায় যে একটা মকদ্দমা বেধেছিল, তা মিটে গিয়েচে ?

কি মকদ্দমা ?কোন্ রাজায় রাজায়?

—তা তো জানিনে। সবাই বলতো। চাল আক্রা হয়েছিল, কাপড় মেলে না, কেরোসিন মেলে না। কিনাকি রাজায় রাজায় মকদ্দমা হচ্চে সবাই বলতো। মিটেচে ?

বড় দিদিমা বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলচেনবুঝলাম। বললাম—হ্যাঁ, সে মিটে গিয়েচে। আচ্ছা দিদিমা—

—কি ভাই ?

—আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েচে জানেন ?

—কি হয়েচে ?

—স্বাধীন হয়েচে। মানে, আমরা এখন কারো অধীন নই। ইংরেজ চলে গিয়েচে দেশ থেকে।

—মহারানির রাজত্ব এখন আর নেই ?

মহারানি ! না, দিদিমাকে কোনো রাজনৈতিক জটিলতারমধ্যে না নিয়ে ফেলাই ভালো। কথাবার্তার ধারা বদলে ফেলারজন্যে বললাম—আপনার চলে কি করে ?

—ওই দুতিন বিঘে ধানের জমিআছে। কর্তাদেরআমলের। প্রজারা বড় ভালো। তাদের কাছে ভাগে দুটো ধানপাই—আর কিছু খাজনা পাই, তাতেই একরকম কষ্টেসৃষ্টেচলে।

মুড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেল। বড় দিদিমা ঘটি করে জলদিয়েচেন, চায়ের কথা এখানে উঠতেই পারে না, এখনোদিদিমা মহারানির রাজত্বেই যখন বাস করেন !

বড় দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—রামলালকে দেখতে পাই যেন, ছোট্ট দশ মাসের খোকা, ফুটফুটে, এই বড় বড় চোখ-হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্চে। আমার সেই খুকিকে দেখতে পাই, রামলালের খোকাকে দেখতে পাই। কালকেরকথা, চোখের সামনে যেন আজও সব ঘোরে। রামলাল আমায় আজও ভোলেনি—বড্ড ভালোবাসতো। আমায় বলতো, ছোট মা, আমি এবার এসে তোমাকে আর তোমার বৌমাকে চাকরিরজায়গায় নিয়ে যাবো। সেই কোন্ পাহাড়ে। বড্ড শীতসেখানেনাকি !

আমি সচকিতে বলে উঠলাম—ও কিসের শব্দ ?

বড় দিদিমা দন্তহীন মুখে হেসে বললেন—ভয় পেলিনাকি ?ও ঘরে চামচিকে ঝাটাপটি করচে। ও রোজইকরে—আমার ও সব সয়ে গিয়েচে। শুধু তাই ?বাড়িতে বড় বড় সাপ। বাস্তু। ওঁরা কিছু বলেন না। হয়তো বিছানায় শুয়েআছি, রাত্তিরে গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল।

সভয়ে বলে উঠলাম, —বলেন কি !

—বলচি কি, প্রায়ই দেখি। ঠাণ্ডা হিমমতো গায়ে লাগে, তখন বুঝতে পারি। কি বলবো, সবই অদেষ্ট ভাই। নইলে অমন সোনার রামলাল আমায়ফাঁকি দিয়ে যাবে কেন ?সতীন-পোবলে কেউ বলতে পারতো না। নিজের পেটের ছেলেও অতভালোবাসে না। আজকাল তো অনেক দেখতে পাচ্চি। বিয়েকরে এসে আমায় বললে—মা, তোমার দাসী নিয়ে এলাম।আমি বললাম—না রে, আমার দাসী কেন, সংসারের লক্ষ্মী। হেসে বললে—না মা, সংসারের লক্ষ্মী তুমি থাকতে আবারকে মা ?বেশ মনে আছে—সূয্যি পাটে বসেচে, আষাঢ় মাসেরলম্বা দিন, বৌ নিয়ে এসে আমার খোকা রামলাল দুধে-আলতা পিঁড়িতে দাঁড়ালো—

বড় দিদিমা কেঁদে ফেললেন। আমি সান্ত্বনা দেবার কথা বললাম অনেক। নিজেই বুঝলাম সব বৃথা। আমি এবার উঠি।যতক্ষণ থাকবো, উনি রামলালের কথা অনবরত বলতেথাকবেন। এতদিন বোধ হয় শ্রোতা পান নি—কতকাল মনেরমতো শ্রোতা পান নি কে জানে !

চোখ মুছে বললেন—তবুও আছি, কর্তা তো চলে গিয়েচেন, তাঁদের ভিটেতে সন্দেবেলা পিদিমটা দিচ্চি—এই ভেবে মনকে বোঝাই। আজ আমার নাৎচবায়ের পিদিমদেওয়ার কথা, শাঁখ বাজানোর কথা—

আমি দিদিমাকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম। কোথায়হুতুমপ্যাঁচা ডাকচে যেন দুর্গামণ্ডপের জঙ্গলে। জ্যোৎস্নারআলোয় এই প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকা আর কালমেঘের গোয়ালে লতার জঙ্গল রহস্যময় দেখাচ্চে। কত কালের কত ইতিহাসএদের গায়ে লেখা।

পিছন ফিরে আবার দেখলাম, বড় দিদিমা বাইরেররোয়াকে এসেদাঁড়িয়ে আমার গমনপথের দিকে চেয়ে আছেন।কতদিন এই ইঁটের কারাগারে বন্দিনী থাকবেন দিদিমা ?পাষাণী অহল্যার উদ্ধারের আর কত বিলম্ব কে বলবে !